তারিখ 04 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা

ভুলে ভরা ঢাকা বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র

যুগান্তর রিপোর্ট

ডিগ্রির পর এবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ভুল ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার ছিল এইচএসসি'র বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা। ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্রে গল্পের নাম ও অসংখ্য বানান ভুলসহ সিলেবাসের বাইরে থেকেও প্রশ্ন রয়েছে। বিষয়টি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, ভুল প্রশ্নটি করার দায় প্রশ্ন সেটারের। আর বানান ভুলের ক্ষেত্রে মডারেটর না বিজ্ঞি প্রেস দায়ী তা নিরূপন করা কঠিন। তিনি বলেন, প্রশ্নকর্তার ভুলের জন্য শিক্ষার্থীরা দায়ভোগ করবে না। পরীক্ষকদের গড় নম্বর দেয়ার জন্য বলে দেয়া হবে।

*****সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. জয়নুল আবেদীন জানান, প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে সার্বিকভাবে ৪ জন মডারেটর দায়ী। সংশ্লিষ্টদের শোকজের পাশাপাশি তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

এদিকে মঙ্গলবারের এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় সারাদেশে মোট ৫২ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। এই নয়টি বোর্ডে পরীক্ষাদানে বিরত ছিল ৫ হাজার ৭০ জন। তৃতীয় দিনে মাদ্রাসা বোর্ডে আরবি সাহিত্য এবং এইচএসসি ভোকেশনালে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ছিল। এবার সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে পাঁচ লাখ দুই হাজার ৭৯৬ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৫১ হাজার ২৪৭।

ঢাকা বোর্ডে প্রশ্নপত্রে দেখা যায়, ১১ নম্বরে 'পদ্মা নদীর মাঝি' অংশে দুটি ব্যাখ্যা দিয়ে একটি লিখতে বলা হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি সংশ্লিষ্ট উপন্যাস থেকে দেয়া হলেও দ্বিতীয়টি দেয়া হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস থেকে। ওই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, 'এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে'। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুলে একটি মাত্র উপন্যাস পড়ানো হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা উত্তর করতে ভোগান্তিতে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিকে 'একুশের গল্প' নামে একটি গল্প রয়েছে। অথচ প্রশ্নপত্রের ১ নম্বরের 'খ' প্রশ্নে ওই গল্পের নাম লেখা হয়েছে 'একুশে গল্প'। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি হচ্ছে, 'একুশে গল্পটিতে সহপাঠীর চোখে তপুর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা বর্ণনা কর।'

প্রশ্নপত্রের লাইনে লাইনে ধরা পড়েছে বানান ভুল। ৬-এর 'গ' নম্বরের প্রশ্নটি করা হয়েছে, 'একটি ফটোগ্রাফ কবিতায় ফটোগ্রাফের মুখোমুখি পিতার চোখে কি প্রশ্ন ছিল?' এখানে 'কী' হবে 'ঈ'-কার দিয়ে। ২ এর 'গ' নম্বরে আছে 'ধরণের', হবে 'ধরনের'। ৬-এর 'ক' নম্বরে আছে 'ভান্ডারে' কিন্তু হবে 'ভাণ্ডারে'। এভাবে ১০-এর 'ক' নম্বরে আছে 'অকর্মন্য' ও 'রমনীটির', হবে 'অকর্মণ্য' ও 'রমণীটির', ১২-এর 'ক' নম্বরে আছে 'প্রচন্ড' ও 'মুঢ়তাকে', হবে 'প্রচণ্ড' ও 'মূঢ়তাকে' এবং 'খ' নম্বরে আছে 'ভুবনে' কিন্তু হবে 'ভুবনে'।

চেয়ারম্যান বলেন, ভবিষ্যতে এসব প্রশ্নসেটার (প্রশ্নকর্তা) আর মডারেটরকে এই কাজে আনা হবে না। বিষয়টি ইতিমধ্যে ঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, অন্য বোর্ডের প্রশ্নকর্তা থাকায় এই ভুল হয়েছে। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. জয়নুল আবেদীন বলেন, এই ভুলের জন্য সংশ্লিষ্টদের শোকজ করা হবে এবং তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

বহিষ্কার ৫২ জন

নয়টি বোর্ডে মঙ্গলবার মোট ৫২ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ জন, রাজশাহীতে ৫ জন, কুমিল্লায় ৩, যশোরে ৩, চট্টগ্রামে ৪, বরিশালে ৪, সিলেটে ২, মাদ্রাসা বোর্ডে ১৮ এবং কারিগরি বোর্ডে ১২ জন রয়েছে। নয় বোর্ডে পরীক্ষাদানে বিরত ছিল

ভরা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ভরা : ভুলে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মোট ৫ হাজার ৭০ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ হাজার ১২৪ জন, রাজশাহীতে ৬৬৭ জন, কুমিল্লায় ৩২৪, যশোরে ৪৩২, চট্টগ্রামে ২৭১, বরিশালে ২৪৬, সিলেটে ২৪৫, মাদ্রাসা বোর্ডে ৫০৩ এবং কারিগরি বোর্ডে ২৫৮ জন রয়েছে।